R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

আপনার জীবনের—
প্রতিদিনের সঙ্গী
হকিন্স প্রেসার কুকার
অনুমোদিত ডিলার এবং সুদক্ষ
সার্ভিস সেণ্টার
প্রভাত ষ্টোর
[দুলুর দোকান]
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ৫৩)

৩৮শ বর্ষ
৪১শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২০শে ফাল্গুন বুধবার, ১৩৯৮ সাল
৪ঠা মার্চ ১৯৯২ সাল।
নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫৲

মহেশাইল স্বাস্থ্যকেন্দ্র এখনও বন্ধ, খোলার ব্যাপারে প্রশাসনের তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না

বিশেষ সংবাদদাতা : এই সংবাদ লেখা পর্যন্ত মহেশাইল স্বাস্থ্যকেন্দ্র কবে চালু হবে তার কোন প্রশাসনিক তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না। ডাঃ অমল সর্দারের হত্যার পরই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অপর ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্য কর্মীরা নিরাপত্তার অভাবের অজুহাতে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রী স্বয়ং মহেশাইল পরিদর্শন করে আশ্বাস দিলেও কেউ সেখানে ফিরে যাননি। নিরাপত্তার কারণে ঘটনার দিন থেকেই ওখানে পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। পুলিশী তৎপরতায় খুনীদের অধিকাংশ ধরাও পড়েছে। শুধুমাত্র হত্যার চক্রান্তকারী ও প্রধান নায়ক বলে যাঁকে সন্দেহ করা হচ্ছে সেই মায়া ফার্মেসীর মালিক বিপিন দাস এখনও ধরা পড়েননি। পুলিশের তরফে আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে তাঁকে ধরার সব রকম প্রয়াস চলছে এবং তাড়াতাড়ি তাঁকে আটকানো যাবে। বিপিন দাস ধরা পড়লে অনেক রহস্যই আলোয় আসবে বলে পুলিশের ধারণা। পুলিশের মতে এবং গ্রামবাসীদের ধারণা ডাঃ অমল সর্দার দুষ্টচক্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোয় তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে অন্য ডাক্তার, নার্স বা কর্মীদের আতঙ্কিত হবার যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। গ্রামবাসীদের অভিযোগ কাজ না করে বসে বসে বেতন পাওয়া যাচ্ছে বলেই কর্মীরা সবেতন ছুটির আমেজ ভোগ করছেন। এ ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত সাবডিভিসন্যাল মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ জৈন এক সাক্ষাৎকারে জানান—গত ১৫ ফেব্রুয়ারী স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রশান্ত শূর মহেশাইল গ্রামে এক জনসভায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আউটডোরটি তাড়াতাড়ি চালু করার আশ্বাস দিলেও আজ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। (শেষ পৃষ্ঠায়)

মত্তপ পুলিশের কেলো কীর্তি

সাগরদীঘি : গত ২৪ ফেব্রুয়ারী কাবিলপুর ক্যাম্পের জনৈক কনষ্টেবল পরিতোষ দে মত্তপ অবস্থায় স্থানীয় এক গৃহ বধূ রূপসী রবিদাসকে কিডন্যাপের চেষ্টা করে। মেয়েটির চিৎকারে লোকজন এসে পড়লে পুলিশ পুঙ্গব ঐ গ্রামের এক বাড়ীতে ঢুকে পড়ে। গ্রামের প্রধান গ্রামবাসীদের সাহায্য নিয়ে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাস দুর্ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১ মার্চ দুপুরে মুবারই রাস্তায় উমরপুর-জরুরের মাঝামাঝি রঘুনাথগঞ্জ থেকে সিউড়ী যাবার পথে 'শঙ্কর শম্ভু' বাসটি দুর্ঘটনায় পড়ে। একটি ট্রাককে ওভারটেক করতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। বাসের মাথায় বসে থাকা যাত্রীরা আমগাছের ডালে ধাক্কা খেয়ে গুরুতর আহত হন। আহত যাত্রীদের ও খালাসীকে গুরুতর আহত অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে ১ জন যাত্রী ও খালাসী মারা যান। বাস ড্রাইভারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

কলেজ টিচার্স কাউন্সিলে ছাত্রদের অভিযোগ নিয়ে আলোচনা হলো

জঙ্গিপুর : গত ২৬ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় কলেজ টিচার্স কাউন্সিল এক সভায় ছাত্র সংসদের বর্তমান জি, এস, দেবাশীষ সিংহ, অধ্যাপকরা নিয়মমাফিক ক্লাস না করার যে অভিযোগ এনেছেন সেটা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে বিশেষ করে অধ্যাপক হিমকেন্দু দে, বাসুদেব চক্রবর্ত্তী ও অঞ্জনা চক্রবর্ত্তীর (শেষ পৃষ্ঠায়)

নয়া শিল্প ও বিদায় নীতির প্রতিবাদে ট্রেড ইউনিয়ন সমাবেশ

নবারুণ পয়েন্ট : কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া শিল্প ও বিদায়নীতি, জনস্বার্থ বিরোধী রেল বাজেট ও আসন্ন সাধারণ বাজেটের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক শ্রেণীর দুর্গতির বোঝা বাড়ার বিরুদ্ধে মালদা ও মুর্শিদাবাদের ৪টি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা ২৮ ফেব্রুয়ারী বেলা ৩টায় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সামনে বিশাল শ্রমিক সমাবেশ করেন। (শেষ পৃষ্ঠায়)

আমাদের নতুন দোকান
তাই
কার্ডও নতুন ডিজাইনও নতুন নতুন
আর দাম সে তো
দেখে নেবেন

কার্ডস্ ফেয়ার
(পণ্ডিত প্রেস সংলগ্ন)
র ঘু না থ গ ঞ্জ
এখানে জেরক্স করা হয়।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বোভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২-শে ফাল্গুন বুধবার ১৩৯৮ বাং

জিগিরের আলোকে

গত ২৬শে জানুয়ারী বি জে পি-র 'একতা যাত্রা'-র পর পাল্টা হিসাবে জে কে এল এফ-এর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করিয়া কাশ্মীর প্রবেশের অভিযান প্রচেষ্টার আয়োজন বানচাল হয়। পাকিস্তান এই অভিযান সফল হইতে দেয় নাই। ভারতও এইজন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিল। জে কে এল এফ নাকি আগামী ৩০শে মার্চের দিকে আবার অভিযান শুরু করিবে বলিয়া শুনা গিয়াছে। ইহা কতটা আন্তরিক বা কতটা 'আঙ্গুর ফল টক' সংক্রান্ত, তাহা সময়ে বুঝা যাইবে।

কাশ্মীর ইস্যু যে বহির্ভারতে ভারতবিরোধী সমর্থন পাইতেছে না, তাহা ক্রমশঃ জানা যাইতেছে। ব্রিটেনের প্রধান দুইটি দল—রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দল পরস্পর বিরোধে নামিয়াছে। শাসক রক্ষণশীল স্বীকার করিয়াছে যে, সিমলা চুক্তির আলোকেই ভারত ও পাকিস্তানকে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। কাশ্মীরে জঙ্গি তৎপরতার ব্যাপারে এই দল বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে। শ্রমিক দল জঙ্গিদের সমর্থনে কথা বলায় শাসক দলের ক্ষোভ প্রকাশিত হইয়াছে। আবার ইন্দোনেশিয়া কাশ্মীর ব্যাপারে পাকিস্তানের তীব্র সমালোচনা করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই রাষ্ট্রও সিমলা চুক্তির মধ্যেই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করিতে হইবে বলিয়া মনে করে। ভারত বিরোধী পাক-পদক্ষেপ আমেরিকা সমর্থন করিতেছে না, তাহাও বর্তমানে স্পষ্ট হইতেছে।

কিন্তু তথাপি কাশ্মীরে গণ্ডগোল বাধাইবার বিরাম নাই। সম্প্রতি সেখানে 'হজরত বল চলো' ধ্বনি উঠিয়াছে। ইহার জন্য সেখানে নানা স্থানে অনির্দিষ্টকাল ধরিয়া কার্ফু জারি করা হইয়াছে। যেখানে কার্ফু নাই, সেখানে দিনের পর দিন বন্‌ধ পালিত হইতেছে। জনজীবন সেখানে বিপর্যস্ত। স্বাভাবিক কাজকর্ম সম্পূর্ণ ব্যাহত। এখানে-সেখানে নরহত্যা চলিয়াছে। এই নূতন জিগিরে উগ্রপন্থীরা সক্রিয় হইবার পূর্ণ সুযোগ পাইবে। অপেক্ষমান জে কে এল এফ নয়া জিগিরে সোচ্চার যে হইবে না, এমত বলা যায় না।

কাশ্মীরে আবার রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করাটাই সমস্যার সমাধান আনিতে পারে কি? কাশ্মীর সম্পর্কে কেন্দ্রের বলিষ্ঠ কোন পদক্ষেপ প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া অনেকেই মনে করিতে পারেন।

আবোল-তাবোল

ফাউ

অনুপ ঘোষ

রাই বা রুই, পান বা গুঁই, লেবু কিংবা লাউ কিনতে গেলেই ফাউ। চাইই! আসল মালের চেয়ে ফাউয়ের প্রতি ক্রেতার টান বড়কে ফেলে শালীর মত। অনেকে খবর হাতড়ে বেড়ান—কোথায় এক কেজি ডিটারজেন্টের সঙ্গে একটা মিনি সাবান ফ্রি দিচ্ছে, কে দিচ্ছে পাঁচ কেজি তেলের টিনের সঙ্গে একটা প্লাসটিক জার, কোন দোকানে এক কেজি গুঁড়ো দুধ কিনলে একটা স্টেইনলেস্‌ স্টিলের চামচ মাগনা আর কোন কোম্পানীর অচল সাবান তিন টুকরো কিনলে মুচমুচে সোপকেস বিনে পয়সায় অথবা কোন চপ বাসি তেলেভাজা কিনলে দুটো পেটের অসুখের বড়ি ফাউ পাওয়া যায়।

এক গিন্নীকে জানি, তিনি আবার এই 'ফিরি' বস্তুগুলোকে ব্যবহার করতে পারেন না, বড় মায়া এগুলোর ওপর! এক আলমারি বোঝাই—প্লাসটিকের বালতি-কৌটো, রুমাল, হিণ্ডালিয়ামের বাটি, পাউডারের সঙ্গে পাওয়া একচিলতে আয়না, গন্ধতেলের সঙ্গে বিতরিত শস্তা চিরুনি মায় তিন বোতল টমাটো-কেচ্যাপের সঙ্গে বিনে পয়সায় পাওয়া নুডুল্‌সের প্যাকেটটি পর্যন্ত। সে-বাড়িতে পা দিলেই 'ফিরি' বস্তু লাভের বিস্তারিত ফিরিস্তি শুনে অতিথির দফারফা। যেন উনি লাডাকের লড়াই জিতে পুরস্কার নিয়ে ফিরেছেন।

হাটবাজারে বাটখারা, দাঁড়িপাল্লা ঠিক আছে কিনা দেখবার ফুরসৎ নেই কারো, কিন্তু দাঁড়িটি একটু ঝুঁকিয়ে দিলেই খদ্দেরের বত্রিশ পাটি বিকশিত। দামের বেলা গলা কেটে নিলেও ত্যাগে যদি কোন দোকানি এক মুঠো ফাউ তুলে দেয় লোকে আহ্লাদে আটখানা। টুথপেস্টের দামের সঙ্গে কোম্পানি এক জোড়া ব্রাশের দাম জুড়ে নিয়েও যদি বিজ্ঞাপনে হেঁকে দেয়—অমুক পেস্টের সঙ্গে একখানা দাঁতঘষার ব্রাশ ফ্রি, লোকে সেটি কিনবার জন্যই হামলে পড়ে। বিনে পয়সায় পেলুম, এ-ভাবনার মত সুখ দুনিয়ায় দুটি নেই। মেয়ে লভ-ম্যারেজ করলে অনেক বাপ বিনে পয়সায় জামাই লাভের আনন্দে নৃত্য করেন।

জামা'য়ের কথায় আর এক জামা'য়ের কথা মনে পড়ল। সে নগদেতত্ত্বে ভালই দাঁ মেরেছিল, সঙ্গে পেয়েছিল ফাউ পাঁচপাঁচটা শালী। মেয়ের বাপ গরীব। তবু তাকে এত জিনিসপত্তর দিতে দেখে পাড়ার লোক বললে, 'করলে কী হে, তোমার ছ-ছটা মেয়ে। বড়কেই সব ঢেলে দিলে?' বাপ বললে, 'পাঁচপাঁচটা শালী দেখে কোন আহাম্মক বিয়ে করত বইলে। হাতেপায়ে ধরলুম তো অনেককে। এখন যার ফাউ সেই সামলাক।'

শ্রমজীবী ক্রীড়ানুষ্ঠান

জঙ্গিপুরঃ রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক গ্রামীণ শ্রমজীবী বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা (৩য় বর্ষ) হয়ে গেল গত ১ মার্চ, মিঠিপুর ফুটবল ময়দানে। ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ২নং পঞ্চায়েত সভাপতি গিয়াসুদ্দিন এবং প্রধান অতিথি ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। প্রতিযোগিতার আকর্ষণীয় ইভেণ্ট ঘোড়-দৌড়। ৪ মার্চ জেলা পর্যায়ে বহরমপুরে প্রতিযোগিতা হবে।

অগত্যা জামাতা বাবাজীবন নিজের বউকে খুশি করতে জান লড়িয়ে দিলে। শ্যালিকাদের বিয়ে দিতে দিতে তার ফেরার হবার যোগাড়! শ্বশুরমশাই বললে, 'ভয় কোর না বাপ, পর পর যত বিয়ে দেবে, ফাউয়ের বোঝা তোমার হালকা হয়ে আসবে। পরের জামাইদের গলাতেও ফাউগুলো লটকে যাবে তো! সে ফাঁস খুলবার জন্য সব বাবাজীবনই হাঁসফাঁস করবে। আমি একটি বিয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে নিশ্চিন্ত।'

এমন আহাম্মকি ফাউ লোকে নেবার আগে তিনবার ভাববে। তবে ন্যায্য ফাউ নেবার জন্যে লোকের অভাব নেই। ট্রেনে ফিরিঅলা হাঁকছে, 'দু'টাকা প্যাকেট ধূপকাঠি, সঙ্গে ফাউ এক প্যাকেট দেশলাই।' গাঁয়ের চাষী একটা বিড়ি-হাতে উশ্‌খুশ্‌ করছিল, লোকটাকে ডেকে বললে, 'ধূপকাঠিতে কী করব গো, পুজোআচ্চার সময় পাই নে! তোমার ঐ ফিরি দেশলাই এক বাক্স দাও তো হে।'

টাউনে মুনিয়া পাখি বিক্রি হচ্ছিল। রঙবেরঙের ছোট পাখি। দেখলে চোখ জুড়োয়। গলার কিচিমিচি শব্দও যেন রঙিন। পঞ্চাশ টাকায় দশটা পাখি কিনলে একটা খাঁচা ফ্রি। খাঁচার লোভে পাখি কিনল গাঁয়ের খগেন। উঠোনে ঝুলছে পাখি। লোকে পাখির চেয়ে খাঁচাটাকেই দেখছে—আহা, এমন তারজালির খাঁচা ফ্রি। দশ গুনের টাকা তো হবেই। বিনে পয়সায় এমন লাভ। লোকে বললে, 'এমন শৌখিন পাখির যত্নআত্তি করতে হয়, সাফসুরোত করতে হয়, চান করাতে হয়।' খগেন খাঁচাশুদ্ধ পুকুরে ডুবিয়ে তুললে পাখির ঝাঁক। জলের মধ্যে নানা রঙের খেলা। খাঁচার ভিতর ভিজে চড়াইয়ের ঝাঁক চ্যাচ্যাঁ করছে। আহা, এই ডাককেই কত রঙিন মনে হয়েছিল! খগেন রাগেদুঃখে খাঁচা খুলে দিল। কদিনে বাছাধনেরা কম ধানচাল সাবাড় করেনি। পড়ে রইল পঞ্চাশ টাকায় পাওয়া ফাউয়ের খাঁচা। ফাউয়ের মার নেই।

পুর ঘাটের নিলাম ডাক নির্বিঘ্নে

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৭ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় পুরসভা ভবনে পুরসভার অধীন দুটি পারাপারের ঘাটের এক বছরের জন্য নিলাম ডাক নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। সর্বোচ্চ ৭ লাখ ৯২ হাজার টাকা ডাক দিয়ে সুজাপুরের মনসুর সেখ ঘাটের ইজারা পেলেন। গত বছর এই ডাক ছিল ৭ লাখ ৯১ হাজার।

গুরু সন্ত রবিদাসের জন্মোৎসব পালন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৩ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় ফুলতলায় সিনেমা হলের সামনে মুর্শিদাবাদ ডিপ্রেস্ ক্লাস লিগের পরিচালনায় গুরু সন্ত রবিদাসের জন্ম দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অল ইণ্ডিয়া ইউকো ব্যাঙ্ক এস, সি/এস টি এমপ্লয়ীজ লিগের সাধারণ সম্পাদক গোপালচন্দ্র দাস, নরেন দাস (বড়) নরেন দাস (ছোট), ননীগোপাল হালদার, সাবডিভিশন্যাল কন্ট্রোলার অফ ফুড জঙ্গিপুর পরিতোষ ঠাকুর এবং সাব-পোষ্টমাষ্টার, ছোটকালিয়াই তুলসীচরণ মণ্ডল প্রমুখ।

একতা [illegible]ত্রা ভারতের জনমানসে এক ন[illegible]ত্রা সংযোজিত [illegible]

ধুলিয়ান : গত [illegible]ক্রুয়ারী বিজেপির এক সুসজ্জিত ও বর্ণাঢ্য মিছিল স্থানীয় শহর পরিক্রমা করে। বিরাট এই মিছিল ফেষ্টুন ব্যানারে এবং বন্দেমাতরম শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে। তা'ছাড়া মিছিলের আগে ও পেছনে ব্যাণ্ড পার্টির বাজনা আপামর জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শহর পরিক্রমা শেষে সি, জে, প্যাটেল মোড়ে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন বিজেপি নেতা ষষ্ঠীচরণ ঘোষ, ফরাক্কা থানার নেতা শাফিরুদ্দিন বিশ্বাস এবং শ্রমিক সংগঠন বি, এম. এসের নেতা প্রমুখ। তাঁরা দৃপ্তকণ্ঠে বলেন যে, একতা যাত্রা সেই সব মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষের মনে [illegible]ণা যোগাবে, যাঁরা বিভেদকামী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী নন। বিজেপির একতা যাত্রা বন্ধ না করলে দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং দেশ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে বলে চিৎকার করছেন সি পি এম। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং, কংগ্রেস এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিও চেষ্টা করেছিল একতা যাত্রা বানচাল করার। কিন্তু তাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের দেশের নেতারাই কাশ্মীর সমস্যা সমাধান করতে দিচ্ছেন না।

বিজেপির একতা যাত্রা কংগ্রেস, জনতা, সি পি এমের চরিত্র ও মুখোশ খুলে দিয়েছে। অন্যান্য দলের দরদী নেতৃবৃন্দ দিল্লীতে বসে বিবৃতি না দিয়ে কাশ্মীরে গিয়ে প্রচার করুন—আমরা ভারতীয় এবং কাশ্মীর আমাদের অঙ্গরাজ্য। কমিউনিষ্টরা দেশ ও দেশবাসীর প্রতি বারবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সংখ্যালঘু স্বার্থরক্ষার নামে চরম সংখ্যালঘু তোষণের খেলা রাজনৈতিক দলগুলি খেলে চলেছে। অন্ততঃ একবার সমস্ত সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে বিজেপিকে সমর্থন করার [illegible] পথসভায় আহ্বান জানানো হয়।

নেতাজী জন্মোৎসবের সমাপ্তি দিবসে জনসভা

ধুলিয়ান : গত ২৩ জানুয়ারী থেকে ৩ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত নেতাজীর জন্মজয়ন্তী পালন করে স্থানীয় ফঃ ব্লক দলের সমর্থক ও কর্মীবৃন্দ। এই ১২ দিনে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মিছিল ও নাচ, গান, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হয়। গত ৩ ফেব্রুয়ারী সমাপ্তি দিবসে ফঃ ব্লকের পরিচালনায় স্থানীয় পটলবাবুর মাঠে বিরাট এক জনসভায় হাজার হাজার মানুষের সমাবেশে উপস্থিত হন কৃষি বিপণন মন্ত্রী কলিমুদ্দিন সামস, ত্রাণমন্ত্রী ছায়া ঘোষ, অগ্রগামী মহিলা সমিতির পঃ বঙ্গের নেতৃ অপরাজিতা গোপ্পী : স্থানীয় নেতাদের মধ্যে ধুলিয়ান পৌরসভার চেয়ারম্যান তরুণ সেন, ইউসুফ হোসেন ও জগন্নাথ চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন। বিকেল ৫টায় জনসভার শুরুতে জগন্নাথ চৌধুরী বাম আন্দোলনকে সংগঠিত করে ধনিক বণিক ও পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সঠিকভাবে পরিচালনার আহ্বান জানান। স্থানীয় নেতাদের মধ্যে ইউসুফ হোসেন ও তরুণ সেন অনুরূপ বক্তব্য রাখেন। মন্ত্রী কলিমুদ্দিন সামস বিজেপি ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতা প্রসারে সাহায্যের অভিযোগ এনে বলেন বিজেপি রাম জন্মভূমি আন্দোলন চাগিয়ে তুলে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার বাতাবরণ সৃষ্টি করছে। স্থানীয় পুর শহরে তিনি সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি বাজার তৈরী করার প্রতিশ্রুতি দেন। নেতৃ অপরাজিতা গোপ্পী নেতাজীকে ভারত সরকার এতকাল পরে মরণোত্তর 'ভারতরত্ন' দেওয়ার সমালোচনা করে বলেন দু'দুটো তদন্ত কমিশন ও নেতাজী মৃত্যু সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হতে না পারা সত্ত্বেও বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে মৃত বলে ধরে নিলেন কোন উদ্দেশ্যে? এর দ্বারা তাঁরা নেতাজীর প্রতি অসম্মান করেছেন বলে আমি ও আমার দল অন্যান্য বাঙালীর মত মনে করে। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়ার পর সভা শেষ হয়।

বিনা ব্যয়ে চক্ষু অপারেশন শিবির

গনকর : ভারতীয় রেডক্রশ সমিতির জঙ্গিপুর শাখা এবং নব ভারত স্পোর্টিং ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় ডি, পি, হাই স্কুলে সম্প্রতি বিনামূল্যে এক চক্ষু অপারেশন শিবির হয়। শিবিরে ডাঃ পিনাকীরঞ্জন রায় ১২০ জনের চক্ষু অপারেশন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক এস, সুরেশকুমার, সি, এম, ও, এইচ, অরুণ মণ্ডল, রেডক্রশ শাখার জেলা সম্পাদক অমর নিয়োগী এবং লুথারেন ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের এ, পি, সি, মিঃ বৈদ্য।

বাড়ী বিক্রয়

দরবেশপাড়া রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের নিকটে পাকা রাস্তার সংলগ্ন আড়াই কাঠা জমির উপর দোতলার ভিতবিশিষ্ট একটি একতলা বাড়ী বিক্রয় হইবে। যোগাযোগের ঠিকানা—

প্রশান্তকুমার পাল
১৮/১৯ অমর চক্রবর্ত্তী রোড
পোঃ খাগড়া, জিলা মুর্শিদাবাদ
(এ, বি, সি, ট্রান্সপোর্ট অফিসের সন্নিকটে)

সাক্ষাতের সময়—রবিবার, মঙ্গলবার ও ছুটির দিন।

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলায় মেন রাস্তার উপর ভদ্রপরিবেশে ৩½ শতক জায়গার উপর একতলা পাকা বাড়ী বিক্রয় হইবে। সত্বর যোগাযোগ করুন—

শ্রীমতী কমলা চ্যাটার্জী
রঘুনাথগঞ্জ, বাজারপাড়া
(বাঁধাঘাট)

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্রের রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ের বিবরণ : ৪নং ফরম

১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয়—'জঙ্গিপুর সংবাদ' কার্য্যালয়, পণ্ডিত প্রেস, চাউলপটী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ) ২। প্রকাশের সময় ব্যবধান সাপ্তাহিক। ৩, ৪, ৫,। মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদকের নাম অনুত্তম পণ্ডিত, জাতি—ভারতীয় নাগরিক, বাসস্থান—চাউলপটী,, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ) ৬। এই সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী অথবা যে সকল অংশীদার মূলধনের এক শতাংশের অধিক অংশের অধিকারী তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা—স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত, পণ্ডিত প্রেস, চাউলপটী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ)। আমি অনুত্তম পণ্ডিত, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

রঘুনাথগঞ্জ স্বাঃ অনুত্তম পণ্ডিত, ৫ঠা মার্চ, ১৯৯২, প্রকাশক।

ছাত্রদের অভিযোগ নিয়ে আলোচনা হলো

(১ম পাতার পর)

নাম উল্লেখ করে কার্টুনসহ তাঁদের বিরুদ্ধে ক্লাস ফাঁকির অভিযোগ এনে প্রাচীরে পোষ্টার লাগানো হয়। টিচার্স কাউন্সিলের সভায় অধ্যাপক কাশীনাথ ভকত এ ব্যাপারে ছাত্র আন্দোলনকে সমর্থন করলেও পোষ্টার দিয়ে অধ্যাপকদের চরিত্র হননের তীব্র নিন্দা করেন। শেষ পর্যন্ত সভায় ক্লাস যাতে সুষ্ঠু ভাবে চলে এবং অধ্যাপকরা নিয়মিত হন সে ব্যাপারে আইন মাফিক ব্যবস্থা নেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কোন অধ্যাপক ক্যাম্বা ছুটিতে গেলে আগে থেকে তা ছাত্রদের জানিয়ে দেবার ব্যবস্থা হবে বলে ঠিক করা হয়। উল্লেখ্য বর্তমানে নিয়মিত ক্লাস হচ্ছে এবং অনার্স বিষয়ক অধ্যাপকরা কোর্স শেষ করতে বিশেষ ক্লাসও নিচ্ছেন। বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণীর এবং বি-এ দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাস বন্ধ থাকায় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অধ্যাপকদের প্রয়োজনে দৈনিক অন্ততঃপক্ষে একটি করে বেশী ক্লাস নিতে অনুরোধ করেন। অধ্যাপকরাও সে অনুরোধ পালন করতে রাজী হয়েছেন বলে খবর। ছাত্র সংসদ টিচার্স কাউন্সিলকে এ্যাকাউন্টান্সী এবং ইংরাজী[illegible] অনার্স খোলার অনুরোধ জানালে কাউন্সিল সে ব্যাপা[illegible] সহানুভূতির সঙ্গে চেষ্টার প্রতিশ্রুতিও দেন। আর্টসের অনার্সে[illegible] ক্লাসে ১৬টি সিটের স্থলে ২০ জনকে নেওয়ার ব্যাপারেও আলো[illegible]না হয়। ল্যাবোরেটারীতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ফিজিক্স অ[illegible] ছাত্র বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না বলে সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকরা জানান[illegible] এ ব্যাপারেও কাউন্সিল উদ্যোগী হবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। কলেজে দীর্ঘদিন ধরে লাইব্রেরীয়ান ও এ্যাঃ লাইব্রেরীয়ানের পদ খালি রয়েছে। ফলে বই সংগ্রহে বা বিতরণে অসুবিধা হচ্ছে। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী দিয়ে কোন রকমে কাজ চলছে বলেও ছাত্র সংসদ অভিযোগ তোলে।

প্রতিবাদে ট্রেড ইউনিয়ন সমাবেশ

(১ম পাতার পর)

জনসভায় বক্তব্য রাখেন এস, আর সেনগুপ্ত, বিশ্বনাথ ব্যানার্জী, মুর্শিদাবাদের ১২ই জুলাই কমিটি পক্ষে সুখেন ধর ও উভয় জেলার সিটুর সাধারণ সম্পাদকদ্বয়। এ ছাড়াও প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত সিটু রাজ্য কমিটির সদস্য দেবরঞ্জন চৌধুরী। শ্রীচৌধুরী বলেন গত ৮০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ব ব্যাঙ্কের নিকট ৬০০০ কোটি টাকা লোন নেন। তারপর থেকে দেশের ক্ষতিকারক বিভিন্ন শর্তে দফায় দফায় লোন নিয়ে চলেছেন। শর্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ, রুগ্ন শিল্পগুলি বন্ধ করে শ্রমিক বিদায় নীতি এবং বিদেশী পণ্য আমদানী প্রভৃতি করতে হচ্ছে। দেশে ৯৮টি শিল্প ইউনিটকে রুগ্ন ঘোষণা করায় প্রায় ৪ লক্ষ ২৫ হাজার শ্রমিক পরিবার আজ দুরবস্থার মুখোমুখি হতে বাধ্য হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই নয়া নীতির বিরুদ্ধে ২৯ নভেম্বর ভারত বন্ধ পালন করে প্রতিবাদে সোচ্চার হন। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলিকে রুগ্ন দেখিয়ে সেগুলিকে অনাবাসী ভারতীয় বা বিদেশী কোম্পানীর হাতে তুলে দেবার উদ্যোগের বিরুদ্ধেও ট্রেড ইউনিয়নগুলি রুখে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়ে আন্দোলন করে চলেছেন। এতেও যদি কাজ না হয় তাহলে ট্রেড ইউনিয়ন সমুহ আগামী ২৮ মার্চ ফরাক্কাতেই শ্রমিক সমাবেশ ডেকে ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর রূপরেখা তৈরী করবে বলে এই সমাবেশে ঘোষিত হয়।

প্রশাসনের তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না

(১ম পাতার পর)

সি, এম, ও, এইচও এ ব্যাপারে নিরুপায়। কোন ডাক্তারই ওখানে যেতে চাইছেন না। অন্যদিকে দ্বিতীয় ডাক্তার উদিত রায়ের এক-মাসের ছুটি শেষ হলেও তিনি ওখানে যাবেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিযুক্ত প্রায় আশিজন কর্মী কোয়ার্টারে তালা ঝুলিয়ে অরঙ্গাবাদ ও রঘুনাথগঞ্জে বাস করছেন বলেও ডাঃ জৈন জানান। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন গ্রামের কয়েক হাজার গ্রামবাসী একমাত্র স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। গ্রামবাসী সূ[illegible] জানা যায় এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দুর্নীতি শুরু হয় প্রাক্ত[illegible] ডাক্তার দত্তের [illegible]ল থেকেই। তিনি বর্তমানে তেবরী হাসপাতালে কর্মরত। প্রসঙ্গত[illegible] যাচ্ছে ডাঃ দত্ত নাকি বিপিন দাসের মাসতুতো ভা[illegible]। গ্রামবাসী[illegible] দাবী অহেতুক কর্মীদের চাপের কাছে নত না হয়ে [illegible]শাসনের কর্তব্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি পুনরায় চালুর ব্যবস্থা করা।

মত্তপ পুলিশের কেলো কীর্তি

(১ম পাতার পর)

তাকে ঐ বাড়ি থেকে উদ্ধার করে পুলিশ ক্যাম্পের একটি ঘরে আটক করে থানায় খবর দেন। পরে থানা কর্তৃপক্ষ ও গ্রামের প্রাক্তন ও বর্তমান প্রধানের চেষ্টায় ব্যাপারটি আপোষে মিটমাট করা হয়।

টেণ্ডার নোটিশ

এতদ্দ্বারা বিড়ি সরবরাহেচ্ছু এবং লেবেল প্যাকিং করিতে ইচ্ছুক ঠিকাদারগণকে জানানো যাইতেছে যে ঔরঙ্গাবাদ বিড়ি মার্চেন্টস্ এসোসিয়েশনের সদস্যগণ বিভিন্ন সং[illegible]ষ্ট কোম্পানীতে (অরঙ্গাবাদ, রঘুনাথগঞ্জ, ধুলিয়ান, বৈষ্ণব[illegible]র, কালিয়াচক শাখা অফিসসহ) ১৯৯২-৯৩ সালে বাঁধাই বি[illegible] সরবরাহের জন্য এবং লেবেল প্যাকিং করার জন্য সিল্ড টে[illegible] আহ্বান করিতেছেন।

উক্ত টেণ্ডার ১৯৯২ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে অপরাহ্ণ ৫ (পাঁচ) ঘটিকার মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে দাখিল করিতে হইবে। উক্ত ৩১শে মার্চ, ১৯৯২ তারিখেই উপস্থিত টেণ্ডারদাতার সম্মুখে উক্ত টেণ্ডার খোলা হইবে এবং কোন কারণ না দর্শাইয়া কর্তৃপক্ষ যে কোনও টেণ্ডার বা টেণ্ডারসমূহ বাতিল বা গ্রহণ করিতে পারিবেন। টেণ্ডারের নমুনা ও বিড়ির শেপ বা সাইজ এবং লেবেল প্যাকিং এর পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বা অত্র এসোসিয়েশন অফিস হইতে বিশদভাবে অবহিত হইতে পারেন। ইতি—

তারিখ, অরঙ্গাবাদ
২৭-২-৯২

স্বাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দত্ত
সেক্রেটারী, ঔরঙ্গাবাদ বিড়ি
মার্চেন্টস্ এসোসিয়েশন

সুবিধাজনক ও সহজ কিস্তিতে সাইকেল, টিভি, রিক্সা, স্কুটার ইত্যাদি দেওয়া হয়।

যোগাযোগ কেন্দ্র ঃ

শর্মিষ্ঠা ফাইনান্স লিঃ

গভঃ রেজিঃ নং ২১-৪৯৭২৫

SARMISTHA FINANCE LIMITED

রেজিঃ এবং হেড অফিস
দরবেশপাড়া ঃ রঘুনাথগঞ্জ ঃ মুর্শিদাবাদ

এ. মুখার্জী
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।